সংহতিযাত্রা / ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান-সিএসআরএল [Campaign for Sustainable Rural Livelihoods-CSRL] বাংলাদেশে সক্রিয় প্রায় ২০০টি স্থানীয়-জাতীয়-আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংগঠনের একটি জোট। ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জোটটি খাদ্য, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও বাণিজ্য-নীতি বিষয়ে দেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক ও ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সিএসআরএল পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সকল আঞ্চলিক ও জাতীয় গণমাধ্যমে সিএসআরএল পরিচালিত কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত হাজার হাজার সংবাদ জোটটির ব্যাপকতর কার্যক্রমের নিদর্শন। জোটটির অসংখ্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিশেষ কয়েকটি হল সামগ্রিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচির খসড়া প্রণয়ন ও প্রচারণা, জাতীয় কৃষি কনভেনশন ২০০৮, তিনদিন ব্যাপী জাতীয় কৃষি সিম্পোজিয়াম ২০০৯, জলবায়ু শুনানি ২০০৯, প্রতীকী জলবায়ু আদালত ২০১০। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশে বিশেষ সহায়তার দাবিতে সিএসআরএল বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, ডাচ পার্লামেন্ট, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারিয়ান এসোসিয়েশন, এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রাইব্যুনাল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, কোপেনহেগেনের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট হিয়ারিংসহ অনেক আন্তর্জাতিক ফোরামে।

বিশ্বে প্রতিদিন ৯২.৫ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যান। ব্যাপারটা এমন নয় যে সার্বিকভাবে বিশ্বে খাদ্যের অভাব রয়েছে বা খাদ্য উৎপাদন কম হচ্ছে; সবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, বিশ্ব এখনও তা উৎপাদন করছে। কিন্তু বিশ্বের খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভবিষ্যতে খাদ্যের উৎপাদন ব্যাহত হবে ব্যাপকভাবে; বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য চাহিদাও বেড়ে যাবে। খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদার এ সংকট সমাধানে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জোর দিয়ে গত ১ জুন থেকে বিশ্বব্যাপী বিবিসি'র ব্রেকিং নিউজ হয়ে যাত্রা শুরু করেছে 'গ্রো' [GROW], অক্সফামের নতুন বৈশ্বিক প্রচারাভিযান। গ্রো'র প্রথম দাবি বিশ্বে কৃষিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে যাতে করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ, যাদের অনেকেই নারী, নিজেদের জন্য ও অন্য সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করতে পারেন। দ্বিতীয় দাবি হল বাজার ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেশনের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির ফাঁকফোকর বন্ধ করা আর আঘাত ও দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবার ও জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অবশ্যই বিশ্বের খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গ্রো'র তৃতীয় দাবি, মানব প্রজাতি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিমুক্ত নিরাপদ বিশ্ব গড়তে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার পুনর্গঠন করতে হবে। পৃথিবীর দেশে দেশে গ্রো হচ্ছে সিএসআরএল-এর সংগ্রামের সহযোগী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরু করে অক্সফাম। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় প্রথম ১৯৫৪ সালে রেডক্রসের মাধ্যমে বন্যাদুর্গতদের সহায়তা দিতে। পরে কেয়ার-এর মাধ্যমেও অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর ঔপনিবেশিক শাসকেরা যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এগিয়ে এসেছিল অক্সফাম। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় অক্সফাম খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা ও অপরাপর সহায়তা নিয়ে শরণার্থী শিবিরের পাঁচ লক্ষ বাঙালির পাশে দাঁড়িয়েছিল ন'মাস। এসময় অক্সফামের বিশ্বকাঁপানো প্রতিবেদন 'টেস্টিমনি অব সিক্সটি' জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব নেতৃত্বকে দিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। কামিনী, কস্তুরী ও করবী- এই তিনটি ফেরি প্রদানের মাধ্যমে অক্সফাম ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠায় পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। ট্রাক্টর প্রদান ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যায় কৃষি উৎপাদন। দেশের সকল দুর্যোগে অক্সফাম ছিল জনগণের পাশে; সিডর পরবর্তী কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর মধ্যে অক্সফামের সহায়তা ছিল সর্বাধিক, এককভাবে ২১%। বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার, পোশাকশিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জনে অক্সফামের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের বহু বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনে প্রতিষ্ঠাকালীন সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এখনও শতাধিক স্থানীয় সংগঠনকে নিয়মিত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করছে অক্সফাম।

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান আয়োজিত জলবায়ু আদালত ২০১০

ব্রাজিলের সাবেক রাষ্ট্রপতি লুইস ইনাসিও লুলা ডি সিলভা সংহতি জানিয়েছেন গ্রো'র সাথে

Facsimile Edition of 1971 Publication

THE TESTIMONY OF SIXTY

on the crisis in Bengal

সাড়া জাগানো 'টেস্টিমনি অব সিক্সটি'র প্রচ্ছদ

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১
সকাল ১০টা, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা

খাদ্য, মানবাধিকার ও রাষ্ট্র

বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের মূল্য বাড়ে কেন? কারা দায়ী এর পেছনে? খাদ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে যা কিছু করা হচ্ছে সেগুলো কি যথেষ্ট? মূল সমস্যাগুলো কি বিবেচনা করা হচ্ছে? খাদ্যের মতো মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা কি? খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কি করণীয়? এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের ব্যাপক সহায়তা না দিয়ে কি পারিবারিক ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব?

সিএসআরএল-এর গবেষণা উপস্থাপন
জিয়াউল হক মুক্তা
সদস্য সচিব, সিএসআরএল

মূল বক্তব্য
প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আলোচক
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন
তারানা হালিম এমপি
ভাইস-চেয়ারপারসন, চরম দারিদ্র্য সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ (এপিপিজি)
ড. তৌফিক আলী
সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মিশন, জেনিভা
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার
বিশিষ্ট গবেষক ও সভাপতি, কর্মজীবী নারী

সভাপতি
ড. সি এস করিম
সমন্বয়ক, সিএসআরএল ও সাবেক উপদেষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এবারের রোজা ছিল জীবনের কঠিনতম রোজা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১
সকাল ১০টা, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা

সাধারণ সম্পদ ও কৃষি সেবায় কৃষকের অধিকার

পঞ্চাশ লক্ষ একর খাস খাল, বিল, নদীসহ বদ্ধ ও মুক্ত জলাশয় এবং খাস জমিগুলোর কি ভূমিকা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায়? এগুলো কারা দখল করে রেখেছে? দখলদারেরা কোন আইন ও জাতীয় নীতিমালা ব্যবহার করছে? তাদের এতসব অবৈধ কার্যকলাপের প্রধান সহযোগী কারা? বাংলাদেশের রাজনীতিকগণও যেখানে আইনের উর্ধে নন, তাদেরকে কারাগারে যেতে হয়; সেখানে অবৈধ দখলদারেরা কেন বহাল তবিয়তে টিকে থাকে? কেন নির্যাতনকারী দখলদারদের সহযোগীরা কোনদিন শাস্তি পায় না? কি তাদের শক্তির উৎস? কিভাবে তারা বারবার আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করে?

অন্যদিকে, বিতরণকৃত এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ক'টি পেয়েছেন নারীকৃষক? নীতি নির্ধারকদের কি বলেছিলেন কুষ্টিয়ার কৃষক আম্বিয়া খাতুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে?

প্রান্তজনের ভাষ্য
আম্বিয়া খাতুন, বিভাষ মণ্ডল ও কমলা রানী গায়েন

আলোচক
হাসানুল হক ইনু এমপি
চেয়ারপারসন, খাদ্য, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ (এপিপিজি)
শওকত মোমেন শাহজাহান এমপি
চেয়ারম্যান
কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার
ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সভাপতি
ড. আহসান উদ্দিন আহমেদ
জলবায়ু বিজ্ঞানী

নীতি নির্ধারকদের কি বলেছিলেন কুষ্টিয়ার কৃষক আম্বিয়া খাতুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে?

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১
সকাল ১০টা, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা

খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনের জাতীয় বীরদের সম্মাননা

স্বাধীনতার পর দ্বিগুণ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য চার গুণ বর্ধিত চাল-গম ইত্যাদি উৎপাদনের পেছনে কাদের ভূমিকা সর্বাধিক? হাজার হাজার গবেষক আজ দেশে নেই কেন? যারা রয়ে গেছেন, জাতি কি পেরেছে তাদেরকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে? কৃষি উৎপাদনে বহু কৃষকের সৃজনশীল অবদানের কথা কি সবাই জানেন? কৃষি গবেষণা ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নবীন ও প্রতিশ্রুতিশীল সদস্যবৃন্দ পুরো জাতির পক্ষে সম্মাননা জানাবেন সেসব সৃজনশীল বিজ্ঞানী ও কৃষকদের, যারা দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় পালন করেছেন জাতীয় বীরের ভূমিকা ।

গবেষক ও কৃষকদের সম্মাননা জানাবেন
শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি
আন্দালিব রহমান পার্থ এমপি
ইকবালুর রহিম এমপি
নজরুল ইসলাম মঞ্জু এমপি
শাহরিয়ার আলম এমপি
গোলাম মাওলা রনি এমপি
তানভীর শাকিল জয় এমপি
জোনায়েদ আহমেদ পলক এমপি
গ্যারেথ প্রাইস-জোনস
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফাম

সভাপতি
ড. সি এস করিম

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান আয়োজিত কৃষি সিম্পোজিয়াম ২০০৯

SOLIDARITY LAUNCHING
csrl GROW FOOD. LIFE. PLANET. Oxfam
13-15 September 2011, CIRDAP Auditorium, Dhaka, Bangladesh

যোগাযোগ :
মনিরুল ইসলাম +৮৮০১৭১৩২৪৭১৬৭
মোবাশ্বার হাসান +৮৮০১৭১৩০৬০১৫১